অভিভাবকদের বলছি

বিবাহের ব্যবস্থা করুন

মুস্তাফিজ ইবনে আনির

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

আলহামদুলিল্লাহ!

শুকরিয়া শুধু ওই মালিকের জন্যই, যিনি মায়ার জালে আবদ্ধ রেখেছেন এই নাফরমান বান্দাকে। দরূদ ও সালামের কৃপণতা নেই যাঁর তরে, তিনিই আমার কলিজার টুকরা, দু'জাহানের সরদার মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ও তার সাহাবিগণের উপর।

একলা জীবন বড্ড অসহায়। তাই দয়ার সাগর, মায়ার নহর, মহান রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন জীবন-সঙ্গী। সেই জীবন-সাথী গ্রহণের তরিকা বাতলিয়েছেন আমার নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছেন ও দেখিয়েছেন সাদাসিধে, আমরা করেছি দুরূহ...

সূচি

বইটি লেখার প্রেক্ষাপট..----------

- কেন পড়বেন এই বইটি?
- একান্ত আলাপন ----------
- আকুল আবেদন ----------
- প্রিয় অভিভাবক----------

অভিভাবকদের বলছি

সম্মানিত অভিভাবকগণ

- প্রশ্ন----------
- আচ্ছা আংকেল ----------
- বিবাহ করালে পড়া-লেখা নষ্ট হবে----------
- আমাদের সন্তান এমনটি করতেই পারে না---
- বিবাহ করালে খাওয়াবে কী----------
- দরিদ্র ও বেকার ছেলে----------
- ছেলেটি বেকার, তাই বিবাহ করাব না-------
- আগে খরচা যোগার করুক, তারপর বিয়ে----
- ছেলে বিবাহ করতে চায় না----------
- বড়োদের রেখে ছোটোদের কেমনে বিবাহ করাব-

অভিভাবকদের বলছি - ২

- মেয়ে অনেক বড়ো হয়েছে ----------
- ঠিকই বলেছেন সম্মানিত অভিভাবক!----------
- আদর্শ স্বামী পাবো----------
- মেয়েটি অনেক ছোটো----------
- মেয়ে আমার বিবাহ বসতে চায় না----------

- মেয়েটি নিজের পায়ে দাঁড়াক----------
- বড়ো আপুর বিয়ে বাকি----------

সহজে বিবাহ----------

- সাঈদ ইবনুল মুসাইব-এর ঘটনা----------
- আরেকটি সহজ বিবাহের গল্প বলি----------
- আরও একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামের বৈবাহিক বিষয় তুলে ধরছি
- বিবাহের প্রস্তাব----------
- পাত্র-পাত্রী দেখা----------
- টাকা দেওয়া----------
- পছন্দ করা----------
- পছন্দ, নাই-বা হতে পারে----------
- বরের সাথে লোক নেওয়া----------
- মেয়ের বাড়ি অনুষ্ঠান করা----------

প্রেম আমি কেন করব?----------

- প্রেমের কু-ফল ----------

সব কিছুরই সময় আছে ----------

- কপাল----------

বেয়াদব!----------

- আরেকটি বেয়াদবির গল্প বলি ----------
- আরও একটি বেয়াদবির গল্প বলি----------

সন্তানদের কেন বিবাহ করাবেন----------

- প্রিয় ভাইয়া----------

লোকে কী বলবে----------

- শেষ আবেদন ----------

বইটি লেখার প্রেক্ষাপট

কঠিন! সহজ বিষয় যখন কঠিন, তখন বহুত কঠিন । পানি পান করা খুবই সহজ, কিন্তু গলায় আটকে ধরলে এরচেয়ে কঠিন বুঝি আর কিছু নাই! বিষয়টি আমরা বিবাহের ক্ষেত্রেও ভাবতে পারি। শরীয়তে বিবাহ নামক পুণ্যের কার্যরীতি কতই-না সহজ ভাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। এর বিপরীতে আমরা বিষয়টিকে কাঠিন্যের শৃঙ্গে পৌঁছে দিয়েছি। যার ফলে সবাই হালালের সহজ পদ্ধতি বর্জনে অবলম্ভন করেছি হারামের ঘৃণ্য পন্থা। বিবাহ নামক সহজকে করেছি কঠিন, আর যিনা-ব্যভিচারের মতো জঘণ্য পাপকে দিয়েছি কার্যত ও মৌন সমর্থন। হায়রে সমাজ! হায়রে মানুষ...

প্রাথমিক পর্যায়ে এই চিন্তা লালনে কলম ধরেছিলাম, 'যে বিষয়গুলো সমাজে অতীব প্রয়োজন, কিন্তু লিখছেন না কেউ; অথবা বিশদ আলোচনার অভাবে ধুলিমিশ্রিত, সেই বিষয়গুলো নিয়ে সকলের সাথে মুযাকারা করা।' এই চিন্তাধারার একটি ফসল হলো, সহজে বিবাহ সম্পর্কে জাতির খামে চিঠি প্রেরণ। যদিও বিষয়টি নিয়ে আরও কিছুদিন বাদে কলম ধরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাঠকদের জোরপূর্বক আবেদনে ত্বরিতই লিখতে হলো।

অনেকেই বার্তা প্রেরণে জানিয়েছেন, 'হুজুর মিয়ার বউ' বইটি অধ্যয়নের পর থেকেই বিবাহের প্রতি মন ঝুঁকেছে। কিন্তু পরিবার আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে না। এর জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না?'

পাঠকদের আবেদনে স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন এনে, পরের বিষয়টিকে পূর্বে স্থান করে দিলাম। বিবাহের কার্যবলী যেন অতি সহজে

সম্পাদিত হয়, এলক্ষ্যে কুরআন-হাদিস সম্বলিত একটি পত্র লেখার প্রয়াস করলাম। শুধু যে লেখানীতেই সীমাবদ্ধ, ব্যাপারটি এমন নয়। বৈবাহিক কর্ম সহজার্থে সাধ্যানুযায়ী, লেকচার, বয়ান ও লেখালেখির পাশাপাশি 'শান্তি প্রচেষ্টা' নামক একটি সংগঠনের সদস্য পদও গ্রহণ করেছি। যার মূল নেতৃত্বে আছেন, হযরতুল আল্লাম মুফতী আজহারুল ইসলাম সাহেব দা. বা.।

শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের ফিকির নিয়ে মাঠে নামা এখন সময়ের দাবি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিবাহ নামক পূণ্যের কাজ সমাপ্তি করণেই আমাদের এগিয়ে চলা। সফলতা প্রভূর হাতে। চেষ্টা করতে দ্বিধা কোথায়?

বইটি পড়ে আপনি যা পাবেন

মলাটে বইয়ের নাম দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন, বইটি হয়তো শুধুমাত্র অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। ব্যাপারটি আসলে তেমন নয়। বইটিতে বিশেষভাবে দুটো বিষয় গুরুত্বের সাথে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। তা হলো, ইসলাম ধর্মে বৈবাহিক ব্যবস্থার বে-তাকাল্লুফাত অনাড়ম্বতা এবং অভিভাবকদের প্রতি খোলা চিঠি। পালাক্রমে বইটিতে আরও স্থান পেয়েছে, 'বর্তমান ও অতীত অভিভাবকদের মাঝে তুলনা মূলক ব্যবধান।' 'অভিভাবকদের দুয়ারে আবেদন।' 'বর্তমান যুবক-যুবতিদের চিন্তাধারা।' 'কেন বিবাহ করাবেন।' 'সন্তান কেন বিবাহ করতে চায় না।' 'সব কিছুরই সময় আছে।' 'বিবাহের কথা বলায় বেয়াদবি।' 'লোকে কী বলবে!' ইত্যাদি।

আপনার অস্তিত্বে এই ধারণার বাসা তৈরি হতে পারে যে, 'বইটি যদি আমার অভিভাবক পড়তেন, কতই-না উত্তম হতো!'

আপনার ধারণা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে বলব আমি, আপনিও তো একজন অভিভাবক, বর্তমানে বোনের কিংবা অন্য কারও। আগামীতে হতে পারেন শত মানুষেরও। বইটি যে শুধু বর্তমান অভিভাবকদের জন্যই উপকারে আসবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং সব শ্রেণির মানুষদের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনার বিশ্বাস করি। বিনীত অনুরোধ হলো, একটিবারের জন্য হলেও বইটির আদ্যোপ্রান্তে নজর বুলাবেন। আশা করি, হতাশার কালো ধোঁয়া দূরীভূত হয়ে আশার আলো জ্বলে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

পাঠকের সাথে একান্ত আলাপ

যে কোনো লেখায় সাহিত্য খুঁজে বেড়ান একদল মানুষ। বইয়ের মূল আবেদন থেকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যের মান নির্ণয়ে মত্ত হওয়া যেন মহৎ একটি কর্ম। তাই ওই সকল সাহিত্য প্রিয়দের নিকট করজোর আবেদন, বইটিকে যদি সাহিত্যের কাটগড়ায় রেখে বিবেচনা করতে চান, তাহলে হয়তো একটি বাক্যও পড়ার যোগ্য হবে না! হ্যাঁ, শুধু মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে একটিবারের জন্য হলেও যদি চোখ বুলাতে পারেন, আশাকরি সময় অপচয় হবে না।

ভুলের শুরু তো আমাদের আদি-পিতা থেকেই, সন্তানরা যে এতে জড়াবে না এমনটি অস্বাভাবিক। তাই বইয়ের পাতায় উল্লেখিত দলীল-প্রমাণ কিংবা যুক্তিতে অথবা সেগুলো উপস্থাপনে যদি কোনো ভুলের স্বীকার হয়ে থাকি, তাহলে অবশ্যই বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই শুধরে নেবো।

আকুল আবেদন

কম-বেশি ভুল ধরতে সবাই পটু; তবে ভুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দরদের খোঁজে ফিরে না কেউ। তাই বাহ্যিক নজরে বইটি দেখেও অনুধাবন করতে পারেন কেহ, 'এর মাধ্যমে অভিভাকদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে', এমনটি যদি ভেবে থাকেন, তাহলে বলব, আপনি ভুল ভাবছেন। এরূপ সাহসের কল্পনাও নিজের জন্য বৈধ মনে করি না। বস্তুত বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো, অভিভাকদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং প্রিয় নবিজি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম সকলের হাতে তুলে দেওয়া।

প্রিয় অভিভাবক!

আপনাকে বুঝানো কিংবা আপনার নিকট জ্ঞান সরবারহ করা মোটেও উদ্দেশ্য নয় আমার। আর এটা হতেও পারে না। কারণ আমার ইলমি দৈন্যতার বিষয়টি ভালোভাবেই বোধগম্য আছে; তথাপি আপনাদের দুয়ারে সম্বল করে সাময়িক কিছু প্রকার নিরশনে কলম হাতে পথ চলা আরাম্ব করেছি মাত্র। জানি না আমার সীমারেখা কতদূর; তবে আশাবাদী আপনাদের একনিষ্ঠ সঙ্গ পেলে, গন্তব্যে পৌঁছাতে সহজ হবে।

ভালো থাকুক প্রতিটি হৃদয়,
সত্যের ধোঁয়া উদ্ভাসিত হোক চারিদিকে।